গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রশাসন শাখা
নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০
www.dme.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.২৫-৩৫

তারিখ: ১৪ মাঘ, ১৪৩২ / ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬

বিষয়: গণভোট ২০২৬ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান।

সূত্র: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪০.৩১.০০১.২৫.৯৮; তারিখ: ২৬ জানুয়ারী ২০২৬

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গণভোট ২০২৬ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে ১২ জানুয়ারি ২০২৬খ্রি. ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.২৫-১৬ নং স্মারকে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে সংযুক্ত নমুনা মোতাবেক নিম্নোক্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল।

ক) গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় হতে প্রচারিত লিফলেটের বক্তব্য ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন-এর তথ্য কণিকা- ৯ এ বর্ণিত তথ্য সংবলিত স্ট্যান্ডিং ব্যানার তৈরি করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নিজ নিজ অফিসের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করবেন।

খ) প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ নির্বাচন কমিশন হতে সরবরাহকৃত তথ্যাদিযুক্ত ড্রপডাউন ব্যানার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করবেন।

গ) গণভোট বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি ও ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে গণভোটের উদ্দেশ্য, সময় ও ভোট প্রদানের নিয়ম তুলে ধরে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ ব্যানার/ফেস্টুন/লিফলেট-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসায় প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

ঘ) প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ অভিভাবক সমাবেশ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অন্যান্য অনুষ্ঠান/আয়োজনে গণভোট বিষয়ে সচেতনতা সংক্রান্ত বার্তা উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে গণভোট বিষয়ে পরিবারে সঠিক তথ্য পৌঁছাতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ঙ) প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার ফেসবুক পেজ বা নোটিশ বোর্ডে গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক তথ্য প্রচার করবেন।

এমতাবস্থায়, উক্ত নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় সংযুক্ত লিফলেট দু'টি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় /নির্বাচন অফিস হতে সংগ্রহ করে অথবা এক পাতায় উভয় পৃষ্ঠায় মুদ্রণপূর্বক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি-২ (দুই)পৃষ্ঠা

২৮/০১/২৬

ড. কে. এম শফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (অর্থ)
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।

অধ্যক্ষ/সুপার/ইবতেদায়ী প্রধান (সকল সরকারি ও বেসরকারি মাদ্রাসা)

স্মারক নং- ৫৭.২৫.০০০০.০০১.৫০.০০১.২৫-৩৫

তারিখ: ১৪ মাঘ, ১৪৩২ / ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬

সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার.....(সকল) [প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার.....(সকল) [প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
৪। সভাপতি, সকল সরকারি/বেসরকারি মাদ্রাসা
৫।মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারি, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

২৮/১/২০২৬

ফিরোজ আল মাহমুদ
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।

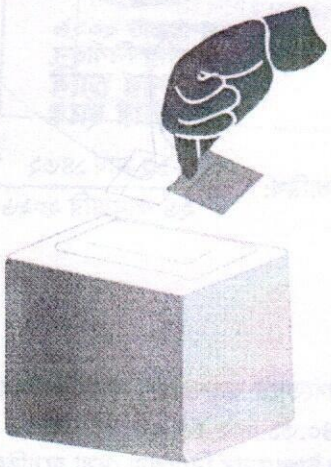

গণভোট ২০২৬
সংসদ নির্বাচন
দেশের চাবি আপনার হাতে

আপনি কি এমন বাংলাদেশ চান, যেখানে—

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) গঠনে সরকারি দল ও বিরোধী দল একত্রে কাজ করবে।
- সরকারি দল ইচ্ছেমতো সংবিধান সংশোধন করতে পারবে না।
- সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান চালু হবে।
- বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটিসমূহের সভাপতি নির্বাচিত হবেন।
- যত মেয়াদই হোক, কেউ সর্বোচ্চ ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।
- সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব পর্যায়ক্রমে বাড়বে।
- ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য পার্লামেন্টে একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে।
- দেশের বিচারব্যবস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করবে।
- আপনার মৌলিক অধিকারের সংখ্যা (যেমন: ইন্টারনেট সেবা কখনও বন্ধ করা যাবে না) বাড়বে।
- দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছেমতো ক্ষমা করতে পারবেন না।
- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য থাকবে।

আরও বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.gonovote.gov.bd এবং www.gonovote.bd

" হ্যাঁ" ভোট দিলে উপরের সবকিছু পাবেন। "না " ভোট দিলে কিছুই পাবেন না।

মনে রাখবেন, পরিবর্তনের চাবি এবার আপনারই হাতে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা
www.ecs.gov.bd

তথ্য কণিকা-৯

গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬

"আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?"; (হ্যাঁ/না)

(ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হইবে।

(খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে।

(গ) সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পীকার ও সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ তফসিলে বর্ণিত যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐকমত্য হইয়াছে- সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকিবে।

(ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে।

হ্যাঁ	✓
না	✗

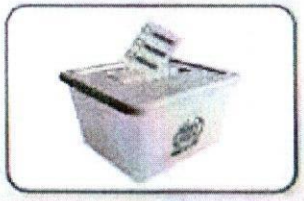

ভোট প্রদানের জন্য হ্যাঁ অথবা না যেকোনো একটি ঘরে সিল দিন

@BangladeshECS @BangladeshECS @BangladeshECS @BangladeshECS @BangladeshECS